প্রথম পরিচ্ছেদ

টাঙন ও তার অববাহিকা

ক) ভূমিকা :

মালদহ জেলার টাঙন নদী বরেন্দ্রভূমির বুক চিরে প্রবহমান। বরেন্দ্র এলাকা পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চলের অংশ। তবু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই অংশের গড় উচ্চতা ৪০ মিটার। অঞ্চলটি প্লাইস্টোসিন যুগে অর্থাৎ এখন থেকে ২৫-৩০ লক্ষ বছর আগে সৃষ্ট। পরবর্তী কালে বরেন্দ্র অঞ্চলের উপর দিয়ে কয়েকটি দক্ষিণমুখী নদী প্রবাহিত হয়েছে। এদের মধ্যে টাঙন অন্যতম।

নবীন পলিগঠিত সমভূমির চেয়ে পুরাতন পলিগঠিত সমভূমির উচ্চতা সাধারণত বেশি হয়। তাই বরেন্দ্রভূমির উচ্চতাও বেশি। আর এর ফলে এই এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলি দীর্ঘকাল ভূমিক্ষয় করে একটি অববাহিকা অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। মালদহ জেলার টাঙনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এরকম ক্ষয়জাত একটি নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলের অবস্থান লক্ষ করা যায়। এখানে টাঙন নদী একাধিকবার খাত পরিবর্তন করে নতুন খাত সৃষ্টি করে বইতে শুরু করেছে। পরিত্যক্ত খাত সংকীর্ণ-নদী আকারে এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

খ) উৎস :

মালদহ জেলার দক্ষিণবাহিনী নদী টাঙনের উৎপত্তি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁ জেলা থেকে। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার রাধিকাপুরের কাছে টাঙন ভারতে প্রবেশ করেছে। মালদহ জেলায় এই নদীর প্রবেশ উইলিয়াম কেরির নীলকুঠিস্থল মদনাবতীর খানিকটা উত্তর-পশ্চিম দিকে।

গ) প্রবাহ :

আইহোতে মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিশেছে। তাই মহানন্দার উপনদী টাঙন। গতি পরিবর্তনের ফলে মহানন্দার সঙ্গে মিলনস্থল বারবার বদলেছে।[১] দুটি পরিত্যক্ত জলধারা আছে। একটি গাজোলের চাকনগর থেকে মরা-টাঙন নামে বামনগোলা সেতুকে ছুঁয়ে মূল টাঙনে মিশেছে এবং অন্যটি মূল টাঙনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বয়ে চলেছে, যা চুনাখালি খাল নামে পরিচিত। হবিবপুরের পাথর-হাইতোর থেকে উৎপন্ন হয়ে এই জলধারা বুলবুলচণ্ডী ফেরিঘাটের কাছে মূল টাঙনে মিশেছে।

বুলবুলচণ্ডী রেলসেতুর দক্ষিণে পূর্বমুখী টাঙন মহানন্দার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে সিঙ্গাবাদ স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বাংলাদেশের গ্রাম সিক্রামপুরে মহানন্দায় মিশত। ব্রিটিশ আমলে নৌচলাচলের সুবিধার জন্য বুলবুলচণ্ডী রেলসেতুর দক্ষিণ দিক থেকে আইহো পর্যন্ত একটি সোজা ক্যানেল

কাটা হয়। এই পথেই বর্তমানে টাঙন নদী মহানন্দায় এসে পতিত হচ্ছে। তবে টাঙনের পুরাতন খাতটি এখনও স্পষ্ট।

টাঙনে একসময় বারো মাস জল থাকত। সেসময় জলপথই ছিল পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম। ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র নদীতীরেই গড়ে উঠত। টাঙনের পথ ধরেই উইলিয়াম কেরি মদনাবতীতে এসে নীলকুঠি স্থাপন করেছিলেন।

এখন টাঙনের উৎসমুখে জলের জোগান কমে গেছে। অন্য দিকে, সেচের জন্য নদী থেকে জল তোলা হয়। তাই শুখা মরসুমে কয়েক মাস টাঙনের বুক মরুভূমির রূপ নেয়। এতে এখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচরণে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

ঘ) তীরবর্তী জনপদ :

মালদহে টাঙন-তীরবর্তী চারটি ব্লক আছে— গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর ও পুরাতন মালদহ। ভূমিরূপের বিচারে এই চারটি ব্লকই বরিন্দ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী এখানকার মোট লোকসংখ্যা ৭,৪০,৮০৩ জন। গাজোলে ২,৯৪,৭৪৯ জন, হবিবপুরে ১,৮৭,৫৬৮ জন, বামনগোলায় ১,২৭,২৫৬ জন ও পুরাতন মালদহে ১,৩১,২৩০ জন। পুরাতন মালদহের খানিকটা পুরসভার আওতায় পড়ে। এই পুরসভা গঠিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে।[২]

টাঙন-তীরবর্তী অঞ্চল এক সময় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। মধ্যযুগে উত্তরের দিক থেকে রাজবংশি এবং ছোটনাগপুর ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, পাহান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে বসতি স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদেরও প্রাধান্য আছে। গাজোলের হবিনগর, রানিগঞ্জ; হবিবপুরের আইহো, বুলবুলচণ্ডী; বামনগোলার মদনাবতী, জগদলা ও পুরাতন মালদহের মোরগাঁ-মাধাইপুর টাঙন-তীরের উল্লেখযোগ্য জনপদ।

ঙ) গুরুত্ব :

এক সময় টাঙনের নাব্যতা যথেষ্ট ছিল বলেই নদীতীরে বামনগোলা থানার অবস্থান। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের স্মারক হিসেবে মদনাবতী সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। রানিগঞ্জের রানিগড়ে কীচক রাজার গড় ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা। পাণ্ডুয়া থেকে রানিগড়ের সেতু দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে যাতায়াত করা যেত।[৩] টাঙন উপত্যকার অদূরেই আদিনা-পাণ্ডুয়ায় বাংলার রাজধানী ছিল।

প্লাবনভূমি থেকে খানিকটা উঁচুতে টাঙনের অবস্থান। তাই টাল ও দিয়ারার চেয়ে এই অঞ্চলের গুরুত্ব বেশি। এখানকার ভূমির গঠন ও মাটির ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। টাল ও দিয়ারার অনেকটা গঙ্গা-ফুলহারের ভাঙনে বিপর্যস্ত। এতে মালদা জেলার আয়তনই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু টাঙনে ভাঙন কম।

তাই ভাঙনজনিত বিপদের আশঙ্কাও কম। এজন্য টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়ছে।

প্রাক স্বাধীনতা পর্বে এখানকার সংস্কৃতি ছিল একমুখী। এখন তা বহুমুখী মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এতে টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে দ্রুত প্রগতি এসেছে। জেলার অন্যান্য ব্লকের তুলনায় বরিন্দের ব্লক-চারটিতে সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের লোকেরা স্রোতের মতো এখানে এসে বসতি স্থাপন করে স্থানীয়দের মধ্যে পরিশ্রমমনস্কতা বাড়িয়ে তুলেছেন। কৃষিতে তাঁরা বিপ্লব এনেছেন। এঁদের অনুসরণ করেই স্থানীয়রাও আধুনিক চাষ-আবাদে আগ্রহী হয়েছেন।

কিন্তু এখানকার মানুষের সরলতা কমেছে। আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ের পাশাপাশি জীবনযাত্রা যান্ত্রিক ও জটিল হয়ে উঠছে। বাক্যালাপের ধরন ও মাত্রা বদলে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় স্থানীয় আদিবাসী ও রাজবংশি সম্প্রদায় নিজভূমে পরবাসী হয়ে উঠছেন। আঘাত আসছে স্বকীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির উপরে।

তথ্যসূত্র :

১. গৌড়বার্তা ১৪০৫, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ০২
২. জানা অজানার মালদহ — ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম সংস্করণ, মালদহ পৃষ্ঠা- ২৬
৩. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ — কমল বসাক, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, এস পি পাবলিশার্স, মালদহ পৃষ্ঠা- ৮৯